ব্রি ধান৯৭

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯৭ এর কৌলিক সারি IR83484-3-B-7-1-1-1। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইনে IRRI 113 এবং BRRI dhan40 এর সাথে সংকরায়ণ করে ও ব্রি'তে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction এর মাধ্যমে F4 generation-এ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ফলন পরীক্ষায় কৌলিক সারিটির ফলন সন্তোষজনক হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক ২০১৮-১৯ বোরো মওসুমে ব্রি ধান৬৭ এর সাথে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায়, প্রস্তাবিত জাতটি বোরো মওসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০২০ সালে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৯৭ বোরো মওসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে (অঙ্গজ অবস্থায়) গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৬৭ এর মতো।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- গাছের গোড়া গাঢ় বাদামি বর্ণের, দানার রং সোনালী এবং মাঝারি মোটা
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৫.৫ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।
- দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৬ ভাগ।

ব্রি ধান৯৭

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯৭ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ০৬ দিন এবং ব্রি ধান৬৭ এর চেয়ে ০২ দিন বেশি। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত ও মজবুত তাই হেলে পড়ে না এবং শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। এ ছাড়া জাতটি প্রচলিত জাতের তুলনায় অধিকতর লবণাক্ততা সহনশীল ও অঙ্গজ অবস্থায় ১৪-১৫ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে । তাছাড়া ব্রি ধান৯৭ অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt sensitive stages) ৮-১০ ডিএস/ মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম এবং জাতটি লবণাক্ততা সহনশীল চেক জাত ব্রি ধান৬৭ এর চেয়ে অধিকতর লবণাক্ততা সহনশীল।

জীবনকাল ঃ এ জাতের জীবন কাল ১৪৮-১৫৫ দিন। গড় জীবন কাল ১৫২ দিন।

ফলনঃ ব্রি ধান৯৭এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৮৯ টন তবে লবণাক্ততার মাত্রাভেদে ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৯৩-৫.৯৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম ।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৯৭ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ০১-৩০ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়সঃ** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ২০ সেমি

৪. **চারার সংখ্যাঃ** গোছা প্রতি ২-৩টি। তবে রোপণের সময় লবণাক্ততার মাত্রা ৬.০ ডিএস/মি বা তার অধিক হলে গোছা প্রতি চারার সংখ্যা কমপক্ষে ৪ টি দেয়া বাঞ্চনীয়।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
৩৩	১৩	১৬	১৩	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** ভূ-গর্ভস্থ অথবা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ দিতে হবে। তবে ৩ ডিএস/মিটার এর চেয়ে বেশি মাত্রার লবণাক্ততা যুক্ত পানি কখনও সেচের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৯. **ফসল কাটা ঃ** ১ থেকে ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৪ - ২৮ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd